1319 - ডায়াবটেকিস রগোগীর রযো রাখার হুকুম এবং তার জন্য কখন রযো ভাঙ্গা জায়বে

প্রশ্ন

আমি ১৪ বছর যাবৎ দ্বতিীয় পর্যায়রে ডায়াবটেকিস রগোগে ভুগছি। এটি এমন ডায়াবটেকিস যার কারণে ইনসুলনি নয়ো লাগে না। আমি কোনে ঔষধ খাই না। কন্িতু খাদ্য নয়িন্ত্রণ করি ও কছিু ব্যায়াম করি; যাতে করে ডায়াবটেকিস এর মাত্রা যথাযথ সীমাতে থাকে। গত রমযান মাসে আমি কছিুদনি রযো রখেছে।ি তবে সব রযো রাখতে পারনিি; সুগার মাত্রাতরিক্িত কমে যাওয়ার কারণে। তবে, এখন আমি অনুভব করছি যে, আলহামদু লল্িলাহ্ আমার অবস্থা আগরে চয়েে ভাল। কন্িতু রযো রাখলে আমার মাথায় ব্যথ্যা হয়।

আমার রগোগরে অবস্থা যটোই হোক না কনে আমার উপর রযো রাখা কি অবধারতি?

রযো অবস্থায় আমি কি রক্তে সুগাররে পরমিাণ পরীক্ষা করতে পারব (যহেতেু আঙ্গুল থকেে রক্ত নয়ো লাগে)?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্িলাহ।.

রগোগীর জন্য রমযানরে রযো না-রাখা শরয়িত অনুমদোতি; যদি রযো রাখলে রগোগীর শারীরকি ক্ষতি হয় কংিবা কষ্ট হয় কংিবা রগোগীর যদি দনিরে বলোয় ট্যাবলটে ও পানীয় কংিবা সবেন জাতীয় অন্য কনো কনো ঔষধ গ্রহণ করতে হয়। যহেতেু আল্লাহ্ তাআলা বলছেনে: "আর যদি কউে অসুস্থ হয় কংিবা সফরে থাকে তাহলে অন্য দনিগুলোতে সে সংখ্যা পূর্ণ করব।ে" এবং যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে:"নশি্চয় আল্লাহ্ তাঁর রুখসতগুলো গ্রহণ করাকে পছন্দ করনে যভোবে তনিি তাঁর অবাধ্যতায় লপি্ত হওয়াকে অপছন্দ করনে।" অপর এক বর্ণনায় এসছেে য,ে "যভোবে তনিি তাঁর ফরজকৃত আমলগুলো পালন করাকে পছন্দ করনে।"[আলাবানী "ইরওয়াউল গালিল" গ্রন্থে (৫৬৪) হাদসিটকিে সহহি বলনে]"

পরীক্ষা করার জন্য রগ থকেে যে রক্ত নওেয়া হয় সঠকি মতানুযায়ী এতে করে রযো ভঙ্গ হবে না। তবে বশেি রক্ত নওেয়া হলে উত্তম হল রাতে নয়ো। যদি দনিরে বলোয় নতিে হয় সক্েষত্রেে সতর্কতাপূর্ণ অভমিত হল উক্ত রযোটরি কাযা পালন করা; যহেতেু রক্ত নয়ো শংিগা লাগানোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।"[সমাপ্ত]

শাইখ বনি বাযরে ফতোয়া ফাতাওয়া ইসলামযি়্যা (খণ্ড-২; পৃষ্ঠা-১৩৯):

"অসুস্থ ব্যক্তরি অবস্থা:

১। রোযা রাখার দ্বারা স্বাস্থ্যের উপর কোন প্রভাব না পড়া। যেমন- হালকা সর্দি, হালকা মাথা ব্যাথ্যা, দাঁতের ব্যাথ্যা, এ ধরণের অন্যান্য রোগ। এমন রোগীর জন্য রোযা না-রাখা জায়েয হবে না। যদিও কোন কোন আলেম বলেন: "আর যে ব্যক্তি অসুস্থ থাকে"[সূরা বাক্বারার, ১৮৫ নং আয়াতের ভিত্তিতে তার জন্যও জায়েয হবে। তবে আমরা বলব: এ বিধানটির একটি হেতু উল্লেখ করা হয়েছে। সেটা হল: রোযা না-রাখাটা তার জন্য সহজতর হওয়া। আর যদি রোযা রাখলে সেটা তার উপর কোন প্রভাব না ফেলে সেক্ষেত্রে তার জন্য রোযা না-রাখাটা জায়েয হবে না। বরং তখন রোযা রাখা তার উপর ওয়াজিব।

২। যদি রোযা রাখা তার উপর কষ্টকর হয়; কিন্তু তার জন্য ক্ষতিকর না হয়। এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে রোযা রাখা মাকরুহ; রোযা না-রাখা সুন্নত।

৩। যদি রোযা রাখা তার জন্য কষ্টকর ও ক্ষতিকর হয়; যেমন যে ব্যক্তি কিডনির রোগে আক্রান্ত কিংবা ডায়াবেটিকস রোগে আক্রান্ত কিংবা এ ধরণের অন্য কোন রোগে আক্রান্ত। এমন ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা হারাম।

"এর মাধ্যমে আমরা কিছু ইজতিহাদকারী ও অনেক রোগীদের ভুল জানতে পারি যাদের রোযা রাখতে কষ্ট হয়; হয়তোবা শারীরিক ক্ষতিও হয় কিন্তু তারা রোযা ভাঙ্গতে অস্বীকৃতি জানান। আমরা বলব: উনারা ভুল করছেন; যেহেতু তারা আল্লাহ্‌র দয়া বদান্যতাকে গ্রহণ করেননি এবং তাঁর দেয়া অবকাশকে গ্রহণ করেননি এবং নিজেদের ক্ষতি করছেন। অথচ আল্লাহ্‌ তাআলা বলছেন: "তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না।"[সূরা নিসা, আয়াত: ২৯]

[আশ-শারহুল মুমতি (খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৫২-৩৫৪)]